ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সুখবর দিলেন অক্ষয়

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ জিততে নেইমারকেই লাগবে'

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৫৪ ● কলকাতা ● ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার জন্য চন্দ্রিমার নিশানায় জুনিয়র ডাক্তাররাই, কী বললেন রাজ্যের মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কালীঘাটের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার জন্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে শনিবার রাতে প্রশ্ন তুলেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে এ ব্যাপারে আন্দোলন-কারীদেরকেই দায়ী করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমা মনে করিয়ে দেন, 'শুধু শনিবারই নয়, এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বৈঠকে বসতে চেয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের অনুরোধ জানিয়েছেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষাও করেছেন। কিন্তু তাতেও লাভ কিছুই হয়নি।'

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই কর্মবিরতি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে ২৯ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়াও ৭ হাজার মানুষ অস্ত্রপোচারের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

চন্দ্রিমা বলেন, "৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও লাভ হয়নি। রাত ৯ টা অবধি অপেক্ষার পর যখন আমরা বেরিয়ে আসতে চাইছি, ঠিক তখনই নিজেদের দাবিদাওয়া সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা বসতে চেয়েছিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা।"

প্রসঙ্গত, শনিবার সন্ধেয় শুধু জুনিয়র চিকিৎসকদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পাশাপাশি বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে তাঁদের ভাই, বোন বললে

এরপর ৩ পাতায়

কালীঘাটের বৈঠক নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজেও কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হয়নি জুনিয়র ডাক্তারদের। মাঝে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাইরে এসে তাঁদেরকে ভিতরে যেতে বলেছিলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করেছিলেন। চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে লাইভ স্ট্রিমিং বা ডাক্তারদের তরফ থেকে ভিডিয়ো রেকর্ড করতে দেননি।আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় কার্যত ভেঙে পড়েন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার বলছে তাঁরা দুঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, তাই 'ম্যাডাম' এখন আর বৈঠক করতে পারবেন না। কিন্তু আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা ৩৫ দিন ধরে অপেক্ষা করছেন। বৃষ্টিতে ভিজে তাঁরা কালীঘাটের সামনেও অপেক্ষা করেছে কয়েক ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চিকিৎসকরা আর্তি রাখেন, অন্তত ৩০ মিনিট বৈঠক করার জন্যে। তবে তাতেও রাজি হয়নি প্রশাসন। পরে অবশ্য চিকিৎসকরা ধরনামঞ্চে ফিরে এসে সরকারকে পালটা তোপ দেগে প্রশ্ন তোলে, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের গ্রেফতারির খবর কানে পৌঁছাতেই কি বৈঠক করা হল না?এই আবহে চিকিৎসকরাও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র বৈঠকের 'মিনিটস' নিয়েই কথা বলতে রাজি হন তাঁরা। তবে ততক্ষণে উলটোদিক থেকে বৈঠক করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই আবহে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের গ্রেফতারির খবরেই বৈঠক বাতিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু দাবি করেন, এরপরে গ্রেফতার হতে পারেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল খোদ। 'কান টানলে', আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় সন্দীপ গ্রেফতার হতেই বিস্ফোরক চিকিৎসকরা। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং চিকিৎসকদের কথাবার্তার ভিডিয়ো প্রকাশ করে শুভেন্দু লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এবং জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে বৈঠক বাতিলের সঠিক কারণ - টালা থানার ওসি এবং আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়ার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছেন যে এরপর সারিতে থাকা পরবর্তী ব্যক্তিটি হতে পারেন বিনীত গোয়াল। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মনোজ পন্তকে বৈঠক বাতিল করতে

এরপর ৩ পাতায়

একদম পদত্যাগ করবেন না, দরকারে জেল থেকে সরকার চালাবেন', মমতাকেও অনুরোধ কেজরিওয়ালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়েছেন দু'দিন আগেই। আর তার পরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মানুষের রায়ে জয়ী হয়ে তবেই ফের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও বার্তা দিয়েছেন কেজরিওয়াল।গত কয়েক বছরে বার বার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করার অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। বাংলার মুখয়মন্ত্রী মমতাও সেই নিয়ে সরব হয়েছেন। বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে দাঁত ফোটাতে না পেরে, বিজেপি গায়ের জোরে রাজ্যে সরকার গড়তে চাইছে এবং তার জন্য তাঁকে ও তাঁর দলকে বদনাম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে মমতাকেও আজ বার্তা দেন কেজরিওয়াল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম কে স্ট্যালিন, সিদ্ধারামাইয়া, হেমন্ত সোরেনদের অনুরোধ করেছেন, কোনও পরিস্থিতিতেই যাতে কেউ পদত্যাগ না করেন, জেল থেকেই সরকার চালান। আবগারি দুর্নীতি মামলায় শুক্রবারই জেল থেকে জামিন পেয়ে বেরোন কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লিতে আম আদমি পার্টির কর্মী-সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। সেখান থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বিজেপি হেনস্থা করছে, ইডি সিবিআই লাগিয়ে ভুয়ো মামলা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। এদিন

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চানন মন্দিরে নন্দ উৎসব

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কলকাতা মেট্রোপলিটনের বালিগঞ্জ এলাকায় ব্যান্ডেল পঞ্চানন মন্দিরে নন্দ উৎসব পালিত হয়েছে। সংগঠক ও সমাজকর্মী গীতা ছেত্রী উপরোক্ত তথ্য জানান। তিনি জানান, এসময় শিশুদের খাবার প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্দির সচিব বাপ্পা, মনোজ, চৌধুরী এবং মহন্ত এবং অন্যান্য ভক্তদের সহায়তায় উক্ত উৎসবটি সম্পন্ন হয়েছিল।

টালা থানার তৎকালীন ওসিকে কেন গ্রেফতার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। রবিবার আদালতে সিবিআইয়ের গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁর আইনজীবী। সে সময়ই বিচারকের সামনে গ্রেফতারির সপক্ষে সাত দফা কারণ ব্যাখ্যা করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।মৃত চিকিৎসকের পরিবার প্রথম থেকেই দাবি করছে, খুব তাড়াতাড়ি তাদের মেয়ের দেহ দাহ করিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশই উদ্যোগী হয়ে সেই কাজ করে। এমনকি, দাহের জন্য টাকাও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের তরফে। কেন এত তাড়াহুড়ো, উঠেছিল প্রশ্ন। সেই বিষয়টিই শনিবার আদালতের সামনে রেখে সিবিআই জানায়, নির্যাতিতার পরিবার দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্ত চেয়েছিল। কিন্তু দ্রুত দেহ দাহ করে দেওয়া হয়।

থানায় জেনারেল ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল, হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের সেমিনার রুমে নির্যাতিতাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নির্যাতিতা মৃত জানার পরেও কেন অচৈতন্য অবস্থার কথা লেখা হল, প্রশ্ন তুলেছে সিবিআই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে অনুমান সিবিআইয়ের।

তথ্যপ্রমাণ লোপাট, দেরিতে এফআইআর দায়ের এবং ঘটনাস্থল বিকৃত করা এমন নানা অভিযোগ উঠেছিল অভিজিতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তদন্তে গাফিলতি করেছিলেন তিনি। সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে বেশ কয়েক বার জেরা করে সিবিআই। শনিবারও সিজিও গিয়েছিলেন অভিজিৎ। প্রায় সাত ঘণ্টা জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করে তদন্তকারীরা। শুধু একা অভিজিৎ নয়, একই অভিযোগে শনিবার আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকেও গ্রেফতার করে সিবিআই। দু'জনকেই শনিবার আদালতে হাজির করানো হয়। শুনানিতে অভিজিতের গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁর আইনজীবী। তিনি বলেন, "কর্তব্যে গাফিলতির কথা বলা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত করা যেত। কিন্তু ওসি-কে নিয়ে সিবিআইয়ের কিছু বলার নেই।" তবে অভিজিতের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সিবিআই আদালতে সাত দফা কারণ ব্যাখ্যা করল। সিবিআই আদালতে জানায়, আরজি কর-কাণ্ডে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ হিসাবে ঘটনার দিন দেহ উদ্ধারের পর সন্দীপ এবং অভিজিতের ফোনে কথা বলার বিষয়টি তুলে ধরেন তদন্তকারীরা।

আদালতে সিবিআই জানায়, গত ৯ অগস্ট সকাল ১০টা ০৩ মিনিট নাগাদ সন্দীপের থেকে খবর পান টালা থানার তৎকালীন ওসি। খবর পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন তিনি। এমন জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন কেন? প্রশ্ন তুলেছে সিবিআই। তারা মনে করিয়ে দেয়, অভিজিৎ নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। একই সঙ্গে আদালতে তদন্তকারী সংস্থা এ-ও জানায়, দ্রুত ঘটনাস্থল ঘেরার কাজ করতে ব্যর্থ হন ওসি।

মৃত্যুর শংসাপত্র দেরি করে দেওয়া হয়েছিল বলেও আদালতে জানায় সিবিআই। সেই কারণে সুরতহাল করতে দেরি হয়। সিবিআই জানায়, ৯ অগস্ট দুপুর ২টো ৫৫ মিনিটে হাসপাতালের সুপার অভিযোগ জানান। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ মৃতার পরিবার অভিযোগ করে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়ার অনেক পরে

এরপর ৩ পাতায়

ভোটকর্মীদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালত চত্বরে নিজের সহকর্মীদের বাধার মুখে পড়তে হল এক আইনজীবীকে। রবিবার ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদহ কোর্টে।

এদিন আদালতেও সেই প্রসঙ্গ টেনে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে নয়, ঘটনার একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিজিৎ মণ্ডলকে।

অন্যদিকে সিবিআইয়ের গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে অভিজিতের আইনজীবী বলেন, "কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠলে বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে। তার জন্য গ্রেফতারি কেন?" সিবিআই তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আনলেও কোনও নথি এখনও দেখাতে পারেনি বলেও আদালতে দাবি করেন তিনি। সিবিআইয়ের অ্যারেস্ট মেমো নিয়েও আদালতে প্রশ্ন তোলেন তিনি।আদালত সূত্রের খবর, আরজি কর কাণ্ডে ধৃত টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের আবেদন জানান ওই আইনজীবী।এরপরই ওই আইনজীবীকে সওয়ালে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী 'দ্বিতীয় দিন যেন সওয়ালে না দেখি' বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে আদালত চত্বরে আইনজীবীদের জোট বাঁধতেও দেখা যায়। টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবীর উদ্দেশে তাঁদের বলতে শোনা যায়, "একজন জুনিয়র চিকিৎসক নিজের কর্মস্থলেই নৃশংস ধর্ষণ-খুনের শিকার হলেন, আর ওই ওসি সেই অপরাধীদের বাঁচাতে তথ্য লোপাট করেছে। এরপরও ওর হয়ে লড়ছেন কীভাবে?" আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় শনিবার টালা থানার প্রাক্তন ওসিকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। একই মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট, ষড়যন্ত্র এবং সরকারি কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ এনেছে সিবিআই।প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনায় এর আগে সুপ্রিমকোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল পুলিশ। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে কেন ক্রাইম সিন সুরক্ষিত রাখা হয়নি, সকালের ঘটনায় কেন রাতে এফআইআর, বিকেল ৪টের পর কেন ময়নাতদন্ত, তাড়াহুড়ো করে সৎকার কেন- পুলিশের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই উঠেছে একাধিক অভিযোগ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই টালা থানার বিরুদ্ধে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

এইবার সিবিআইয়ের নজরে

কলকাতা পুলিশ,কেসের ফাইলে বহু ভুল

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : যত সময় এগোচ্ছে ততই আরজি কর কাণ্ডে একের পর এক নতুন তথ্য প্রকাশ্যে উঠে আসছে। মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? এখন সেই প্রশ্ন বারবার উঠছে। গত ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সকলকে তাজ্জব করে ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় আগেই সঞ্জয় রাই নামের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।গতকাল শনিবার রাতে আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আরও ২ জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। কলকাতা পুলিশের টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে সঞ্জয় রাইকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে এই ঘটনায় এবার গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩ জনে। যদিও এই ঘটনায় আরও এক নতুন রহস্যের গন্ধ পাচেছন সিবিআই-র আধিকারিকরা। যে কারণে পুলিশের এক শীর্ষ কর্তাকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করতে উদ্যত হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।আদতে আরজি করের ঘটনার তদন্তে নেমে নিত্য নতুন তথ্য হাতে পাচ্ছে সিবিআই। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মামলার তদন্তে নেমে কেস ডায়েরিতে একটি 'ভুল' নজরে পড়েছে সিবিআই অফিসারদের। আর সেই ভুলেই 'রহস্য' খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। যেদিন থেকে আরজি করের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ সেদিন থেকেই একটু একটু কিছু ভুল হতে শুরু করেছিল বলে দাবি সিবিআই-র। আর সবটাই হয়েছে সিটের নজদারিতে। কেস ডাইরিতে একের পর এক ভুল রয়েছে।

জানলে চমকে উঠবেন, ৯ অগস্ট সকাল থেকে ১৩ অগস্ট রাত পর্যন্ত এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পুলিশ আধিকাকের 'কল ডিটেলস' খতিয়ে দেখছে সিবিআই। আর এই কল ডিটেইলস খতিয়ে দেখার পর সিবিআইয়ের নজরে বেশ কিছু জিনিস উঠে এসেছে।

আরজি করে খুন ও ধর্ষন কান্ডে সিবিআই

গ্রেফতার করলেন টালা থানার ওসি কে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসিকে গ্রেফতার করল সিবিআই আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসিকে শনিবার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করল সিবিআই। আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসিকে গ্রেফতার করল সিবিআই। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসিকে শনিবার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করল সিবিআই।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির ৭২ ঘণ্টা আগে এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তাঁকে টানা ১৬ দিন ধরে জেরা করার পর গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। সন্দীপকে ঘোষকে হেফাজতে নিয়েও জেরা করা হয়। তার পর আদালতের নির্দেশে এখন জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সূত্রের খবর, আরজি কর হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রমান লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে টালা থানার ওসিকে। শনিবার দুপুরে সিজিও কমপ্লেক্সে যান অভিজিৎবাবু। জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করে বলে জানা গিয়েছে। টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর অভিযোগ দায়ের থেকে ময়নাতদন্ত, একাধিক ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এমনকী সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে আস্ত FIR গায়েব করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি।গত ৫ সেপ্টেম্বর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুকে ব্যথার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হন অভিজিৎবাবু। তার আগে অন্তত হাফ ডজন হাসপাতালে ঘুরলেও চিকিৎসকরা তাঁকে ভর্তি নেননি। অভিজিৎবাবুকে ভর্তি না নেওয়ায় ওই হাসপাতালগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 'সতর্ক করেন' স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। সেই অভিজিৎ মণ্ডলকে অবশেষে গ্রেফতার করল সিবিআই।

ভিসার মেয়াদ আর পাঁচদিন, হাসিনাকে কি দলাই লামার মতোই রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার শেষ হয়ে যাবে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ। কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা টানা ৪৫দিন ভারতে অবস্থান করতে পারেন। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গত ৫ অগাস্ট ভারতে আসেন। তিনি দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার হাসিনা-সহ বিগত সরকার এবং সাবেক শাসক দল আওয়ামী লিগের ৫৯৮ নেতা-কর্মীর পাসপোর্ট

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের বৈঠক নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

বলেছিলেন তিনি।'এদিকে যে ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, আন্দোলনকারীরা বৈঠকের আর্জি জানাচ্ছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে তখন বলতে শোনা যায়, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আজ আর বৈঠক সম্ভব না। প্রসঙ্গত, বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরও চিকিৎসকরা আর্জি জানিয়েছিলেন, যাতে অন্তত ৩০ মিনিটের জন্যে হলেও বৈঠক হয়।আসলে কালও শুরু থেকেই শুরু হয়েছিল লাইভ নিয়ে জটিলতা। প্রথমে চিকিৎসকা লাইভ স্ট্রিমিংয়েরই দাবি জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি হওয়ায় সেই দাবি মানা সম্ভব নয় বলে জানায় প্রশাসন। তবে ভিডিয়ো রেকর্ডিং হবে বলে জানানো হয়। তখন চিকিৎসকরা দাবি করেন, তাঁরাও যেন রেকর্ডিং করতে পারেন।তবে তাতেও সায় ছিল না প্রশাসনের। এমনকী সরকারের ভিডিয়ো করার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের প্রতিনিধিদের থাকাতেও আপত্তি ছিল। এবং গতকাল বৈঠক শেষের পরই সেই ভিডিয়ো ডাক্তারদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন মমতা। তবে মুখ্যমন্ত্রী তখন দাবি করেছিলেন, বৈঠকের মিনিটস রাখা হবে। বৈঠক শেষে দুই পক্ষই তাতে সই করে দেবে। দীর্ঘ টালবাহানা এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার পরে তাতেই রাজি হয়ে যান ডাক্তাররা। তবে সেই কথা জানাতে গেলে ডাক্তারদের ফিরে যেতে বলা হয়।

১-ম পাতার পর

একদম পদত্যাগ করবেন না, দরকারে জেল থেকে সরকার চালাবেন', মমতাকেও অনুরোধ কেজরিওয়ালের

কেজরিওয়াল বলেন, "বিধায়ক ভাঙানো, ইডি, সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো, ভুয়ো মামলা করে জেলে ভরে দেওয়া, সরকার ফেলে দেওয়াই বিজেপি-র ফর্মুলা। ভেবেছিল, কেজরিওয়ালকে জেলে ভরলে আম আদমি পার্টি ভেঙে যাবে। বিধায়ক ভাঙিয়ে দিল্লিতে সরকার গড়ে ফেলবে বিজেপি। পঞ্জাবেও বিধায়ক ভাঙিয়ে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের দল ভাঙেনি, বিধায়ক-কার্যকর্তাদের ভাঙাতে পারেনি। এদের এতবড় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা আছে আমাদের। ভেবেছিল মনোবল ভেঙে দেবে। জেলে এই ১৫০-২০০ দিনে আমার মনোবল ১০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।"প্রায় ছ'মাস ধরে জেলবন্দি ছিলেন কেজরিওয়াল। সেই সময় লাগাতার তাঁর ইস্তফার দাবিতে সরব হয় বিজেপি। কেন ইস্তফা দেননি, এদিন তার জবাবও দেন কেজরিওয়াল। বলেন, "ইস্তফা দিইনি কারণ দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এটা বিজেপি-র নয়া ফর্মুলা। যেখানে যেখানে হেরেছে, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা করে, গ্রেফতার করে, ইডি পাঠিয়ে সরকার ফেলার দেওয়ার চেষ্টা। হেমন্ত সোরেন, সিদ্দারামাইয়া, পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের বিরুদ্ধেও একই জিনিস চলছে। বিরোধী শিবিরের একজন মুখ্যমন্ত্রীকেও ছাড়ে না এরা। ভুয়ো মামলা করে, জেলে ঢোকায়। ১০ দিন আগে সুপ্রিম কোর্টের এক বেঞ্চ কেন্দ্রের কাছে জানতে চায়, জেলের ভিতর থেকে সরকার চলতে পারবে না কেন? অর্থাৎ জেলের ভিতর থেকে সরকার চলতে পারে। তাই দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের হতজোড় করে বলব, প্রধানমন্ত্রী যদি জেলে ঢোকানোর হিম্মত দেখান, ইস্তফা দেবেন না। জেল থেকে সরকার চালান।"জেল থেকে সরকার চালানোর আবেদন নিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, "আমরা লোভী নই। চেয়ার আঁকড়ে পড়ে থাকার বাসনা নেই। কিন্তু সবিধান, দেশ, গণতন্ত্রকে বাঁচানো জরুরি। যে সরকার সংখয়ারগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে, সেই সরকাকে জেলে ভরছে, ইস্তফা চাইছে। সকল মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ, ওদের এই নতুন ফর্মুলা ব্যর্থ করে দিন।"

২ পাতার পর

টালা থানার তৎকালীন ওসিকে কেন গ্রেফতার?

এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। আরও অভিযোগ, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইন অনুয়ায়ী ঘটনাস্থলের ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়নি। সিবিআই এই অভিযোগের কথা উল্লেখ করে আদালতে বলেছে, "অভিযুক্তকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার জন্য এমন করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।" মৃত চিকিৎসকের পরিবার প্রথম থেকেই দাবি করছে, খুব তাড়াতাড়ি তাদের মেয়ের দেহ দাহ করিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশই উদ্যোগী হয়ে সেই কাজ করে। এমনকি, দাহের জন্য টাকাও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের তরফে। কেন এত তাড়াহুড়ো, উঠেছিল প্রশ্ন। সেই বিষয়টিই শনিবার আদালতের সামনে রেখে সিবিআই জানায়, নির্যাতিতার পরিবার দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্ত চেয়েছিল। কিন্তু দ্রুত দেহ দাহ করে দেওয়া হয়।

পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কারাগার থেকে ছয় মাস পর জামিনে বেরিয়ে এই ঘোষণা দিলেন তিনি। দিল্লিতে একটি দলীয় সভায় কেজরিওয়াল বলেন, দুই দিন পরে আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করব। জনগণ তাদের রায় ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি সেই চেয়ারে বসব না। দিল্লিতে নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস বাকি। আমি আইনি আদালত থেকে ন্যায়বিচার পেয়েছি, এখন আমি জনগণের আদালত থেকে ন্যায়বিচার চাই। শুধু জনগণ চাইলেই আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসব।

তিনি বলেন, আমি দিল্লির জনগণকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেজরিওয়াল কি নির্দোষ নাকি দোষী? আমি যদি কাজ করে থাকি তবে আমাকে ভোট দিন। দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করার জন্য আগামী দুই দিনের মধ্যে এএপি বিধায়কদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এই সময় আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে কেজরিওয়াল আরও দাবি করেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত দিল্লির নির্বাচন, মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের সঙ্গে নভেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে।

কেজরিওয়াল বলেন, গণতন্ত্র বাঁচাতে গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। তারা (কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী) সিদ্দারামাইয়া, (কেরলের মুখ্যমন্ত্রী) পিনারাই বিজয়ন, (বাংলার মুখ্যমন্ত্রী) মমতা দিদির (ব্যানার্জি) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আমি বিজেপি নন এমন সব মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন করতে চাই, তারা যদি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করে তাহলে পদত্যাগ করবেন না। এটি তাদের নতুন খেলা। তারা একটি নতুন ফর্মুলা তৈরি করেছে- তারা যেখানেই হেরেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে পাঠিয়ে তাদের সরকার গঠন করেছে।

বাংলাদেশকে ২০ কোটি ডলার দিচ্ছে আমেরিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশের প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কার্যত ভেঙে পড়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আর্থিক পুনর্গঠনে এগিয়ে এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই সংক্রান্ত চুক্তিও সই হয়েছে।এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৯৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য করার কথা আমেরিকার। ইতিমধ্যেই ৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার হাতে পেয়েছে বাংলাদেশ। আর এবার পেতে চলেছে ২০ কোটি ২২ লক্ষ ডলার। এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৮০০ কোটি ডলারের বেশি আর্থিক সাহায্য করেছে আমেরিকা।সূত্রের খবর, বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ২০ কোটি ডলার দিচ্ছে আমেরিকা। রবিবার অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএআইডি) চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্যই আর্থিক সাহায্য করছে আমেরিকা। রবিবার সকাল ১১টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রধান ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে ৬ সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধি দল। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের আন্তর্জাতিক অর্থ বিষয়ক সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি ব্রেন্ট নেইম্যান। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু-ও প্রতিনিধি দলে রয়েছেন।এই চুক্তির বিষয়ে বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজস্ব ও আর্থিক খাত নিয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্য নিয়েও কথা হয়েছে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে। বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সামনে আনলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সালে আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি মেনেই বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য করছে আমেরিকা। দ্য ডেভেলপমেন্ট অবজেকটিভ গ্র্যান্ট অ্যাগ্রিমেন্ট নামক চুক্তিটির মেয়াদ ২০২৬ সাল পর্যন্ত।

১-ম পাতার পর

বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার জন্য চন্দ্রিমার নিশানায় জুনিয়র ডাক্তাররাই, কী বললেন রাজ্যের মন্ত্রী

সম্বোধন করে ঘরে এসে চা খাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সারাক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, ডিজি রাজীব কুমাররা। চন্দ্রিমা বলেন, জুনিয়র ডাক্তাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সহানুভূতিশীল। ইতিমধ্যে জুনিয়রদের দাবি মেনে ৭ ডাক্তারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার ওঁদের ভিজতে বারণ করলেও সেকথা ওরা শোনেনি। বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার জন্য শনিবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দায়ী করে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ, করেছিলেন, যে চন্দ্রিমা কার্যত তাঁদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। এদিন ওই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা বলেন, "আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকলাম। এত সময় দিয়েও লাভ হল না। তাঁরা যখন কথা বলবেন তখনই সরকারকে রেডি থাকতে হবে! বলুন, এরপর কী আর কথা বলার থাকতে পারে?"

অর্থাৎ আন্দোলনকারীরা সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই প্রশ্নই আন্দোলনকারীদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রীকে অপমানে ক্ষুব্ধ জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ

নবান্নের পরে কালীঘাটেও ভেস্তে গিয়েছে রাজ্য সরকারের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠক। আর তার পরেই আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সিপিএম ও নকশাল মনোভাবাপন্ন জুনিয়র চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে। শুধু তাই নয়, বার বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করায় ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকেই রবিবার ধর্না মঞ্চ থেকে ব্যাগপত্তর গুটিয়ে বাড়ির পথ ধরেছেন।কিন্তু কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছনোর পরে বৈঠক যাতে না হয় সেই অজুহাত তৈরি করতে থাকেন জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সিপিএম এবং নকশালপন্থীরা। ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে দেওয়ার দাবিতে সরব হন। প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জুনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। হাত জোড় করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জুনিয়র চিকিৎসকদের বলেন, 'বৈঠকে বসতে না চাও ক্ষতি নেই। কিন্তু বাড়িতে যখন এসেছ, তখন এক কাপ চা খেয়ে যেও।' মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, বৈঠকে ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে রাজ্যের তরফে। শীর্ষ আদালতের অনুমতি পেলে ওই ভিডিয়ো দেওয়া হবে। তবে ভিডিও আপাতত না দেওইয়া হলেও বৈঠকের আলোচনা নিয়ে মিনিটসে সই করবেন রাজ্যের প্রতিনিধি ও জুনিয়র চিকিৎসকরা। যাতে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়। কিন্তু বার বার মুখ্যমন্ত্রী হাত জোড় করে অনুরোধ জানালেও তাতে রাজি হননি কালীঘাটে যাওয়া জুনিয়র চিকিৎসকরা। নিজেদের মধ্যে আলোচনার অছিলায় মুখ্যমন্ত্রীকে আরও ঘন্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করান। আর প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া নেতা-নেত্রীদের ওই আচরণে চটেছেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের মতে, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে সম্মান জানিয়ে বৈঠকে বসা উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে হেয় করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করানো উচিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর অপমানে ক্ষুব্ধ জুনিয়র চিকিৎসকরা বিরক্ত হয়ে রবিবারই ধর্না মঞ্চ ছাড়তে শুরু করেছেন। ধর্না মঞ্চ ছাড়া এক জুনিয়র চিকিৎসকের কথায়, 'সিপিএম ও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধারদের উস্কানিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে। বাড়ির লোকজন ও পরিচিতরা আমাদের ব্যঙ্গের সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন, 'তোরা তো নিজেদের ভগবান ভাবতে শুরু করেছিস। নোরাং রাজনীতির অংশ হতে চাই না দেখেই ধর্না মঞ্চ ছাড়লাম।'বেশ কয়েকজন কর্মবিরতি ভেঙে কাজে যোগ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কট্টর তৃণমূল বিরোধী হিসেবে পরিচিত জুনিয়র চিকিৎসকদের নেতৃত্বে থাকা কিঞ্জল নন্দ ও অনিকেত মাহাতরা।

গতকাল শনিবারই বৃষ্টির মধ্যে আচমকা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র চিকিৎসকদের ধর্না মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর পাশাপাশি বৈঠকে বসার আবেদনও জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের চরম বিরোধী হিসাবে পরিচিত অনিকেত মাহাত-কিঞ্জল নন্দরা। কিন্তু সিংহভাগ জুনিয়র চিকিৎসকই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার পক্ষে মত দেওয়ায় বাধ্য হয়েই কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যায় জুনিয়র চিকিৎসকদের পেল্লাই সাইজের প্রতিনিধিদল।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মুগ্ধ হল দেবতারা। তারা বেহুলাকে বর প্রার্থনা করতে বললো। সে তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলো। মহাদেব রাজি হলো তাতে।মনসা এসে বললো, আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি চাঁদ আমার পুজো করে।' বেহুলা তাতে রাজি হল, এবং বললো, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমার শ্বশুরের সব কিছু। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত বাণিজ্যতরী। রাজি হলো মনসা।মনসা সব ফিরিয়ে দিলো, বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চোদ্দ ডিঙ্গা।

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। মা দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই। ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো প্যাঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূরবাহন। হাসিকান্না, সুজন-দুর্জন, পশুপক্ষী-উদ্ভিদ

সমাহারে আমাদের জীবনপথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান।শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এ ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা এমন কত নাম আছে মায়ের। ঠিক নানি-দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

আমরা যদি চণ্ডীর দেবী নির্মাণের ব্যাখ্যা ধরি, নানা শক্তি সমন্বয়ে আজকের ভাষায় তিনি একটি বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বানানো যন্ত্র, একজন নারীবেশী যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া কিছু নন। অসুরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

ভিসার মেয়াদ আর পাঁচদিন, হাসিনাকে কি দলাই লামার মতোই রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে ভারত

বাতিল করেছে।যদিও এই সমস্যাকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না নয়াদিল্লি। পররাষ্ট্রমন্ত্রকের এক কর্তা বলেন, ভারতে বসবাসীকারী তিব্বতীরা বেশিরভাগই এ দেশের নাগরিকত্ব নেননি। তাঁদের কোনও দেশেরই পাসপোর্ট নেই। তবু তারা গোটা পৃথিবী ছুটে বেড়াচ্ছেন তীব্বতের উপর চিনের আগ্রাসনের কথা প্রচার করতে। ওই কর্তা বলেন, রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য ভারত সরকারের ট্রাভেল ডকুমেন্টসই যথেষ্ট। হাসিনা আপাতত ভারতে থেকে গেলে এখান থেকেই তিনি অন্য কোনও দেশে যেতে পারবেন। পাসপোর্ট থাকা বা না থাকাটা কোনও সমস্যা হবে না।এরমধ্যে হাসিনা-সহ বহু নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী, দূতাবাস কর্মীর কূটনৈতিক পাসপোর্টও আছে। ফলে এই মুহূর্তে শেষ হাসিনার কাছে কোনও কার্যকর বা সচল পাসপোর্ট নেই।

কূটনৈতির মহলে চর্চা শুরু হয়েছে, শুক্রবারের পর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত সরকার। হাসিনা দিল্লির অদূরে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে সেনা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বল্প সময়ের জন্য ভারতে এসেছেন।' সেই সঙ্গে পড়শি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথাও জানান তিনি। পরদিন ৬ অগাস্ট সর্বদলীয় বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী সরকার জানায় কোন পরিস্থিতিতে হাসিনাকে ভারত সরকার আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈঠকে সব দল সরকারি সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেয়। এখন প্রশ্ন হল জয়শঙ্করের কথা মতো স্বল্পকালীন সময়ের সর্বোচ্চ সীমা হতে পারে ৪৫ দিন। হাসিনা ভারতে আসার সময় তাঁর কূটনৈতিক পাসর্পোট কার্যকর ছিল। সেই মতো ৪৫ দিনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আর পাঁচদিন পর। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে হাসিনার বিরুদ্ধে বহু মানুষ সরব হয়েছেন। তারা দাবি তুলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে

বিচারের মুখোমুখি করা হোক। হাসিনার বিরুদ্ধে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে খুন, অপহরণ এবং মানবাধিকার হরণের একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের নবনিযুক্ত বিচারপতিও দাবি তুলেছেন, হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারত সরকারের উপরে চাপ তৈরি করুক ইউনুস প্রশাসন।যদিও এই জাতীয় বক্তব্য হাওয়া গরম করা ছাড়া কিছু নয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি আছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী কোনও আসামীকে সরকার ফেরত চাইলেই হবে না। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী ধরনের অপরাধে কোন আদালতে মামলা চলছে, সেখানকার বিচারক শুনানির জন্য আসামিকে কোর্টে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন কি না ইত্যাদি নথিপত্র-সহ জানাতে হয়।

হাসিনার ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। উল্টে বাংলাদেশে একাধিক নামজাদা আইনজীবী বলেছেন, হাসিনা-সহ অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা টিকবে না। শুনানির পয়লা দিনেই সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে। প্রশ্ন হল, হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়ে ইউনুস সরকারের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অবস্থান কী। আশ্চর্যজনকভাবে এই ব্যাপারে ইউনুস প্রশাসন এখনও চুপ। উল্টে হাসিনা এক ফোনালাপে বলেছেন, 'দেশের কাছাকাছি আছি। যাতে টুক করে দেশে ঢুকে পড়তে পারি।' ইউনুস প্রশাসন হাসিনার এই বক্তব্য নিয়েও চুপ। প্রধান উপদেষ্টা শুধু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতে থাকাকালে শেখ হাসিনা যেন কোনও বিবৃতি না দেন।

প্রশ্ন হল ভারত কী করবে? পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্তা বলেন, কূটনৈতিক ভিসার মেয়াদ ৪৫ দিন হলেও ভারত সরকার মনে করলে হাসিনা যতদিন চাইবেন, ততদিন আশ্রয় দিতে পারে। এই ব্যাপারে আইন কোনও বাধা নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের বিষয়। ওই কর্তা আরও বলেন, বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও কাকে হস্তান্তর করা হবে আর কাকে করা হবে না, সেই ব্যাপারেও আশ্রয়দাতা দেশই শেষ কথা বলবে। চুক্তি এই ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। হাসিনা কোনও দাগি আসামি নন। তিনি পাঁচবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মামলা হচ্ছে, এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার নয়। হাসিনাকে ফেরালে তিনি দেশে গিয়ে বিপদে পড়বেন না, প্রাণহাণির আশঙ্কা থাকবে না, এই সব বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত হলে তবেই ভারত সরকার ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেবে না। অবশ্যই এই ব্যাপারে আওয়ামী লিগ নেত্রীর বক্তব্যও গুরুত্ব পাবে।তাহলে কি ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চলেছে? কূটনৈতিক মহলের বড় অংশ মনে করে পরিস্থিতি সেই দিকেই গড়াচ্ছে, যদি না ২০ তারিখের আগে তৃতীয় কোনও দেশে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপদে থাকা নিশ্চিত করা যায়। একটি মহলের খবর, কাতার সরকারের সঙ্গে হাসিনার ঘনিষ্ঠ মহল এবং নয়াদিল্লির কথা চলছে। কাতারের বর্তমান শাসকদের সঙ্গে হাসিনার ব্যক্তিগত সখ্য রয়েছে।

তবে নয়াদিল্লি গোটা বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে আগের মতোই সচল সম্পর্ক রেখে চলতে আগ্রহী ভারত, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সে দেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসকে কথা দিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার দু-দেশের সম্পর্কের প্রশ্নে হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার ইস্যুতে ভবিষ্যতে আপত্তি করতে পারে ধরে নিয়ে তৃতীয় দেশে আশ্রয়ের বিষয়ে ভারত দরজা খোলা রাখছে। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারত সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ায় তা দু-দেশের সম্পর্কে কোনও ছাপ ফেলবে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্তারা একান্তে বলছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এই ইস্যুতে দেশের সব দল কেন্দ্রের পাশে আছে। মোদী সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে কোনও দলই আপত্তি তুলবে না। অতীতে দলাই লামা এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থান নিয়েছিল সরকার এবং সব দল। দলাই লামা ছাড়াও নেপালের প্রয়াত রাজা ত্রিভূবন বীর বিক্রম শাহ এবং আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাজিবুল্লাহকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। এমনকী হাসিনাও অতীতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ছয় বছর ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন।

তৃতীয় কোনও দেশে শেখ হাসিনার আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে কোনও কোনও মহল থেকে আইনি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভারত সরকার চাইলেও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে তৃতীয় কোনও দেশে পাঠাতে পারবে না। কোনও দেশ রাজি হলেও তা সম্ভব নয়। কারণ, হাসিনার কোনও পাসপোর্ট নেই।

ওনামের প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : "শুভ ওনাম উপলক্ষে দেশের সকল নাগরিককে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষত ভারতে এবং বিদেশে বসবাসরত কেরলের সমস্ত ভাই-বোনদের জন্যই রইলো আমার শুভেচ্ছা। উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে ফসল ঘরে তোলার এ হল এক বিশেষ উৎসব। একই সঙ্গে আবার তা কেরলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা উদযাপনের এক বিশেষ ক্ষণ। এই উপলক্ষটিকে কেন্দ্র করে আমরা কৃষিজীবী মানুষদের জানাই আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার কথা। কারণ, জাতি যাতে অভুক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করতে তাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। সমৃদ্ধির এই উৎসব দেশের সামাজিক সম্প্রীতির বিকাশেও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। প্রার্থনা করি যে দেশের ঐক্য ও শান্তি আরও জোরদার হয়ে উঠুক। আসুন আমরা একযোগে কাজ করে যাই ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে।"

সিনেমার খবর

সুখবর দিলেন অক্ষয়

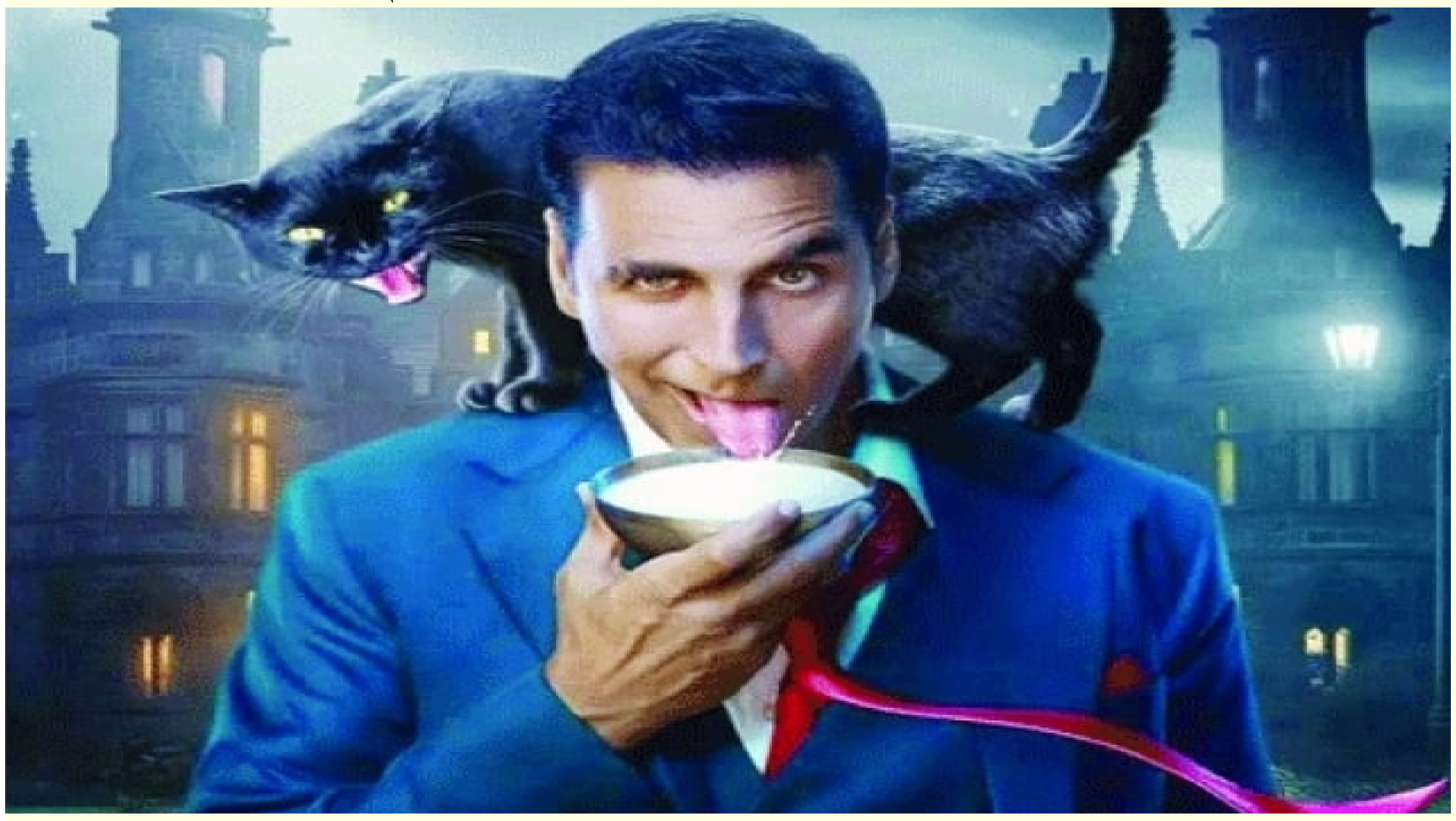

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জন্মদিনের সকালে সোমবার ভক্তদের সুখবর দিলেন অক্ষয় কুমার। এক রহস্যময় ছবি পোস্ট করে অক্ষয় জানালেন, তার নতুন ছবি আসছে। সোমবার সকালে ইনস্টাগ্রামে এক অদ্ভুত ছবি প্রকাশ করেন অক্ষয়। ছবিটি একটি মোশন পোস্টার।

এতে দেখা যাচ্ছে, একটি কালো বিড়ালের লেজ। তারপর দেখা যায় অক্ষয়কে। হাতে এক বাটি দুধ। সে দিকে জিভ বাড়িয়ে রেখেছেন তিনি। কালো বিড়ালটি ঠিক তার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে। জন্মদিনে ভক্তদের উদ্দেশে অক্ষয় লিখেছেন, "বছরের পর বছর আপনারা আমার জন্মদিনে যেভাবে ভালোবাসা জানিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

এ বছরের জন্মদিন উদযাপন করছি আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা'র ফার্স্ট লুক ভাগ করে। প্রায় ১৪ বছর পর প্রিয়দর্শনের সঙ্গে আবার কাজ করার জন্য আমি যার পর নাই উৎসাহিত। দীর্ঘ অপেক্ষার পরে শুরু হচ্ছে এই স্বপ্নের ছবি। আপনাদের সঙ্গে এই সফরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়ার জন্য আমার আর তর সইছে না। জাদু কেমন হয়, তা জানার জন্য সঙ্গে থাকুন।"

২০১০ সালে প্রিয়দর্শনের 'খাট্টা-মিঠা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয়। ২০২৫ সালে মুক্তি পেতে পারে অক্ষয়ের সঙ্গে তার দ্বিতীয় ছবি 'ভূত বাংলা'। ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে আর কোন তারকা থাকছেন, তা এখনো জানা যায়নি।

অভাব! পালি হিলের বাড়ি কত কোটিতে বিক্রি করলেন কঙ্গনা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বড় সাধ করে মুম্বাইয়ের পালি হিল এলাকায় একটি বাড়ি কিনেছিলেন কঙ্গনা রানাউত। অল্প বয়সে বাড়ি ছেড়ে মুম্বাই চলে গিয়েছিলেন তিনি, অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর মেলে সাফল্য। পেয়েছেন যশ, প্রতিপত্তি। যদিও এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কমছে তাঁর। অভিনয় থেকে রাজনীতির জগতে পা রেখেছেন কঙ্গনা। প্রথমবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েই জয়ী হয়েছেন তিনি। এখন তিনি বিজেপির সংসদ সদস্য। যদিও সামনেই তার ছবি 'ইমার্জেন্সি' মুক্তি। কিন্তু একের পর এক আইনি জটিলতা চলছে সে ছবি নিয়ে। ছবির মুক্তি ঘিরেও বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। এর মধ্যেই নাকি মুম্বাইয়ে নিজের বিলাসবহুল বাড়ি বিক্রি করে দিলেন কঙ্গনা! মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকার এই বাড়িতেই রয়েছে কঙ্গনার প্রযোজনা সংস্থা 'মণিকর্ণিকা ফিল্মস'।

২০১৭ সালে কঙ্গনা তাঁর এই বাড়িটি কেনেন ২০ কোটি টাকা দিয়ে। এই বাড়ি বন্ধক দিয়েই ২০২২ সালে ২৭ কোটি টাকার ঋণও করেন। এ বার সেই দোতলা বাড়িটি ৪০ কোটি টাকায় বিক্রি করে দিলেন কঙ্গনা। বাড়ির সঙ্গে ৫০০ বর্গফুটের গাড়ি রাখার জায়গাও রয়েছে। এই বাড়ির অন্দরসজ্জার জন্যও বড় অঙ্কের টাকা খরচ করেছিলেন কঙ্গনা। যদিও ২০২০-তে বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (বিএমসি)-র রোষের মুখে পড়েছিল এই বাড়িটি। অবৈধ নির্মাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কঙ্গনার বাড়িকে। তার পর সেটি ভেঙে ফেলারও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু বম্বে হাই কোর্টের পক্ষ থেকে স্থগিতাদেশ আসার পরে বাড়ি ভেঙে ফেলার কাজ বন্ধ হয়। পরবর্তী কালে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা করে প্রায় ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চান অভিনেত্রী।

রাজনীতির জন্য এখন কঙ্গনার অধিকাংশ সময়ই কাটছে দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশে। সেই কারণেই মুম্বাইয়ের বাড়িটি তিনি বিক্রি করে দিচ্ছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি 'ইমার্জেন্সি' বানাতে গিয়ে অর্থসঙ্কটের মুখে পড়লেন কঙ্গনা! বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকি ভাবে মুম্বাই শহরও ছাড়ছেন? কী হবে তার অভিনয় জীবনের?

সেই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ১ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন সালমান খান!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা সালমান খানকে নিয়ে তার ভক্তদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। গত দেড় দশকে অ্যাকশন হিরো হিসাবেও তুমুল জনপ্রিয়তা ভাইজানের। মূলত কমার্শিয়্যাল সিনেমার সুপারস্টার হিসাবেই দর্শক চেনে সালমানকে। তবে নিজের তিন দশকের ক্যারিয়ারে এমন কিছু সিনেমা করেছেন যা বক্স অফিসে সফল না হলেও দর্শক থেকে শুরু করে ভক্ত-অনুরাগীদের মনে দাগ কেটেছে। যার অন্যতম সিনেমা 'ফের মিলেঙ্গে'।

সেখানে এইচআইভি এইডস আক্রান্ত রোগীর চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন সালমান। সিনেমার প্রযোজক শৈলেন্দ্র সিং তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে কীভাবে সালমান বিনামূল্যে এইচআইভি এইডস নিয়ে সিনেমা করেছিলেন যখন পুরো বলিউড কেউ কাজ করতে রাজি হয়নি। ভিডিওতে শৈলেন্দ্রকে বলতে শোনা যায়, সালমান সিনেমাটির জন্য ১ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন এবং ক্লাইম্যাক্সে তিনি মারা যান। আমাদের গোটা ভারতের, বিশেষ করে যুবকদের জন্য এইডস বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতেই তিনি এই ছবিটি করেছিলেন, তবে আমি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলাম যে সিনেমা সমাজের আয়না।

বলিউডের তরুণ প্রজন্মের আইকন সালমান খান। কিন্তু কল্পনা করুন, সালমান খানকে এইডসের মতো বিষয়ে একটি সিনেমা করতে রাজি করানো, যেখানে তিনি আসলে র‍্যাম্বো, টার্মিনেটর এবং ভারতের সুপারম্যান।

তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন, সিনেমার প্রধান অভিনেতা এইচআইভি আক্রান্ত হন এবং তারপরে ক্লাইম্যাক্সে মারা যান। এটাই প্রধান অভিনেতার প্লটলাইন। গোটা বলিউড ইন্ডাস্ট্রি না বলেছে। সেদিনই আমি সালমান খানকে ফোন করেছিলাম। এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়ে ক্লাইম্যাক্সে সালমানের মৃত্যু, স্পষ্টতই তার ভক্তরা খুশি ছিলেন না। কিন্তু সেই বার্তা পৌঁছে গেল গোটা দেশে।

রণবীরের 'রামায়ণ' সিনেমায় অমিতাভ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' নিয়ে ভক্তদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। এবার বড় চমক- নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই সিনেমায় যুক্ত হচ্ছেন বিগবি অমিতাভ বচ্চন। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। শোনা যাচ্ছে, রণবীরকেও এই সিনেমায় দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। খালি গায়ে মেরুণ-সোনালী পাড়ের উত্তরীয়। আর তার সঙ্গে মানানসই ধুতি। 'রামায়ণ'-এর সেটে এভাবে রামচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন রণবীর। তার পাশে সীতা হিসেবে সাই পল্লবীর মুখে ছিল স্মিত হাসি। শুটিংয়ের সেই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাতেই সিনেমা নিয়ে দর্শকদের উৎসাহ বেড়ে যায়।

এবারে জল্পনা, রণবীর-সাইয়ের এই সিনেমায় জটায়ুর চরিত্রে কণ্ঠ দেবেন বিগবি। জটায়ুর এই চরিত্রটি আসলে ভিজ্যুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে তৈরি করা হবে। তার নেপথ্যেই হয়তো অমিতাভের কণ্ঠ শোনা যাবে।

সিনেমায় রাবণের চরিত্রে অভিনয় করছেন 'কেজিএফ' খ্যাত দক্ষিণী স্টার যশ। এখনও পর্যন্ত যা খবর, সেই অনুযায়ী দশরথের ভূমিকায় দেখা যাবে অরুণ গোভিলকে। কৈকেয়ীর চরিত্রে অভিনয় করছেন লারা দত্ত।

শততম ম্যাচে
জোড়া গোলে রাঙালেন কেইন, ইংল্যান্ডের জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল শততম ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন হ্যারি কেইন।বিশেষ এই উপলক্ষ্য স্মরণীয় করে রাখতে তাকে ম্যাচ শুরুর আগে দেওয়া হয় তাকে দেওয়া হয় গোল্ডেন ক্যাপ।এদিন মাঠে কেইন নেমেছিল সোনার বুট পরে।সেই বুট যেন ফিরিয়ে আনল পুরোনো কেইনকে। সাম্প্রতিক কিছুটা ছন্দ হারানো এই তারকা ফরোয়ার্ড মাইলফলক ম্যাচে ছিলেন দুর্দান্ত।জোড়া গোলে দলকে এনে দিয়েছেন দারুণ এক জয়।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে ২-০ গোলে জিতেছে ইংলিশরা। প্রথমার্ধে আধিপত্য দেখালেও ম্যাচের দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। এ দুই গোলে জাতীয় দলে নিজের গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিলেন কেইন। ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০ ম্যাচে এখন এই ফরোয়ার্ডের গোলসংখ্যা রেকর্ড ৬৮ টি।

এছাড়া অ্যাসিস্ট করেছেন ১৭টি।প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক বাধা হয়ে না দাঁড়ালে মাইলফলক ম্যাচে হ্যাটট্রিকের দেখাও পেয়ে যেতে পারতেন কেইন।

এই জয়ে ফিনল্যান্ডের ওপর আধিপত্যও ধরে রাখল ইংল্যান্ড। এই নিয়ে দলটির বিপক্ষে ১২ ম্যাচ খেলে অপরাজিত রইল তারা (১০টিতে জিতেছে ইংল্যান্ড, বাকি দুটি ড্র)।

দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' লিগের দুই নম্বর গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে ইংল্যান্ড।

একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে গ্রিস। ইংলিশদের সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে গ্রিকরা।

বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট; যা বললেন সৌরভ গাঙ্গুলী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাদা পোশাকে দুর্দান্ত সময় পার করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সদ্যই পাকিস্তানকে তাদেরই ঘরের মাটিতে বাংলাওয়াশ করেছে টিম টাইগার্স। রাওয়ালপিন্ডিতে শেষ হওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারায় টাইগাররা। এবার ভারতের বিপক্ষেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে মরিয়া নাজমুল শান্তর দল। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় বেশ ফুরফুরে বাংলাদেশ দল। ভারতের মাটিতেও দাপট দেখাবে বাংলাদেশ? এমনটাই প্রত্যাশা ভক্তদের। এই বিষয়ে মুখ খুললেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী।

৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআইয়ের বরাতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, বাংলাদেশকে হালকাভাবেই নিচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। শুরুতে পাকিস্তানের সমালোচনা করে সৌরভ বলেন, 'আমি পাকিস্তানে প্রতিভার অভাব দেখতে পাচ্ছি। পাকিস্তানের কথা ভাবলেই জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, সাঈদ আনোয়ার, মোহাম্মদ ইউসুফ, ইউনিস খানদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু ওরা তো আর এখন জেতাতে পারবে না। প্রত্যেক প্রজন্মে ভাল ক্রিকেটার দরকার। কিন্তু ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও তার পর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওদের যে খেলা দেখলাম, তা থেকেই প্রমাণিত যে ক্রিকেটার উঠে আসছে না। ওদের এই দিকে নজর দেওয়া উচিত।'

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সৌরভ আরও যোগ করেন, 'পাকিস্তানে গিয়ে ওদের হারানো সহজ নয়। তাই সিরিজ জেতার জন্য বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা। কিন্তু ভারতে খেলা সম্পূর্ণ আলাদা। ঘরের মাঠে হোক বা বিদেশে, ভারত খুবই শক্তিশালী দল। তাই আমি বাংলাদেশের কোনও আশা দেখছি না। ভারতই সিরিজ জিতবে।'

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়ার কথা বাংলাদেশ দলের। ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এরপর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত হবে দ্বিতীয় টেস্ট। বাংলাদেশ-ভারতের প্রথম ম্যাচ চেন্নাই এবং কানপুরে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

আর্জেন্টিনাকে হারের স্বাদ দিয়ে
কলম্বিয়ার প্রতিশোধ

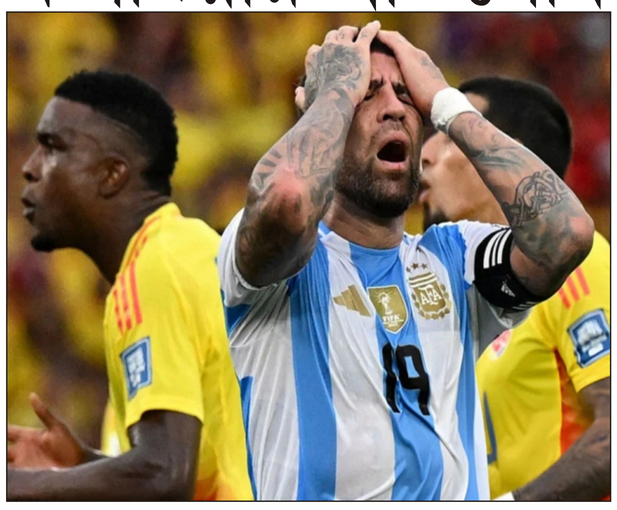

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই মাসের কম সময়ের ব্যবধান। আরও একবার কলম্বিয়ার সামনে আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকার ফাইনালে লাউতারো মার্তিনেজের গোলে কলম্বিয়াকে হারের মুখ দেখিয়েছিল আলবিসেলেস্তেরা। তবে এবার আর তেমন কিছু হলো না। হামেস রদ্রিগেজরা এবার ঠিকই জয় বের করে এনেছে। বারানকিয়ায় ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে লিওনেল স্কালোনির দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল স্বাগতিকেরা। আর্জেন্টিনার জন্য চলতি বছর এটিই প্রথম হার। শেষবার তারা হেরেছিল গেল বছরের নভেম্বরে। সেই সঙ্গে ২০১৯ সালের কোপা আমেরিকার পর ৫ বছর ধরে কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার অপরাজিত থাকার রেকর্ডেও ছেদ পড়েছে আজ। এ হারে টানা ১২ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

এস্তাদিও মেত্রোপলিতানো রবের্তো মেলেনদেজে আজ ম্যাচের ২৫ মিনিটে ৪৭ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শকদের আনন্দে ভাসান ইয়েরসন মোসকেরা। কর্নার থেকে রদ্রিগেজ বক্সের জটলায় বল না পাঠিয়ে জন আরিয়াসের সঙ্গে দেওয়ানেওয়া করেন। এরপর বাঁ প্রান্ত থেকে মোসকেরার উদ্দেশে মাপা ক্রস। এমন সহজ সুযোগ মিস করেননি এই ডিফেন্ডার। এই গোলেই বিরতিতে যায় দুই দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতায় ফেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ৪৮ মিনিটে রদ্রিগেজেরই ভুল পাস বাড়ালে বল পেয়ে যান নিকোলাস গঞ্জালেজ। এরপর কলম্বিয়ান গোলকিপার কামিলো ভারগাসকে ফাঁকি দিয়ে গোল আদায় করেন গঞ্জালেজ।

১২ মিনিট পরেই পেনাল্টি থেকে গোল করে কলম্বিয়াকে এগিয়ে দেন রদ্রিগেজ। যদিও কলম্বিয়ার এই পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে তর্কাতর্কিও হয়েছে একদফা। নিকোলাস ওতামেন্দি নিজেদের বক্সে দানিয়েল মুনোজকে ট্যাকেল করলে পেনাল্টি পায় স্বাগতিকরা। ভিএআরের সিদ্ধান্তে আসা পেনাল্টি থেকে গোল আদায় করেন হামেস রদ্রিগেজ।

টেস্ট ক্রিকেটকে
তাচ্ছিল্য করেছে ইংল্যান্ড: ভন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের ব্যাজবল শৈলী নজর কেড়েছে অনেকের। টেস্ট ক্রিকেটকে আকর্ষনীয় করেছে ইংল্যান্ডের আগ্রাসী মেজাজ। তবে এজন্য মাঝে মধ্যেই দিতে হচ্ছে খেসারত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে হয়েছে যেমনটা। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া সত্ত্বেও বাড়তি আগ্রাসনের জন্যই ইংল্যান্ডকে ডুবতে হয়েছে বলে মনে করেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন।

শ্রীলঙ্কার কাছে ওভাল টেস্টে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের কড়া সমালোচনা করেছেন ভন। তার দাবি, শ্রীলঙ্কাকে খাটো করে দেখার মাশুল দিতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। এমনকি টেস্ট ক্রিকেটকে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন বলেও মত প্রকাশ করেন ভন।

ম্যানচেস্টার ও লর্ডসে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ জয় আগেই নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। ওভালে প্রথম ইনিংসে একসময় ৩ উইকেটে ২৬১ রানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। সেখান থেকে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩২৫ রানে।

এরপর শ্রীলঙ্কাকে ২৬৩ রানে আটকে প্রথম ইনিংসে ৬২ রানের লিড পায় ইংল্যান্ড। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে তারা গুটিয়ে যায় স্রেফ ১৫৬ রানে। জবাবে ২ উইকেটে ২১৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় শ্রীলঙ্কা।

শেষ ইনিংসে আগ্রাসী ফিল্ডিং সাজায় ইংল্যান্ড। পাথুম নিশঙ্কারা সেই সুযোগে অনায়াসে রান সংগ্রহ করেছেন। দ্য টেলিগ্রাফ-এ এই নিয়ে মাইকেল ভন মন্তব্য করেন।

ওরা (ইংল্যান্ড) টেস্ট ক্রিকেটকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। ব্যাটিং এবং ফিল্ড প্লেসিংয়ে যে রকম বাড়তি আগ্রাসন দেখায়, তাতে বোঝা যায় যে ওরা প্রতিপক্ষ হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে সমীহ করেনি। ভালো খেলার পরেই আত্মতুষ্টিতে ভোগা অভ্যাসে পরিণত করেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজের শুরুতে এবং বছরের শুরুতে রাজকোটেও এমনটা দেখা গেছে। আশা করি এই হার ওদের চোখ খুলে দেবে। কেননা ২০২৫-এ কঠিন সব টেস্ট ম্যাচ অপেক্ষা করে রয়েছে। 'শুধুমাত্র আক্রমণ করে টেস্ট ক্রিকেটের কঠিন মুহূর্তগুলি সামলানো যায় না। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এভাবে খেলে পার পেয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।'

পাকিস্তান সিরিজের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড, বাদ পড়েলন লরেন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত এক 'হোম সামার' কাটানোর পথে ছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল।তবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে ঘটে বিপত্তি।দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটসম্যানদের নাটকীয় ব্যর্থতায় ঘরের মাঠে এ বছর প্রথম টেস্ট হারের স্বাদ পায় ইংলিশরা।ঘরোয়া সিরিজি শেষে ইংল্যান্ডের পরবর্তী গন্তব্য পাকিস্তান।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে ইংল্যান্ড তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সিরিজটি হবে অক্টোবর মাসে।

মঙ্গলবার সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

১৭ সদস্যের দলে নতুন মুখ হিসেবে ডাক পেয়েছেন ডারহ্যামের ব্যাটার ব্রাইডন কার্স এবং এসেক্সের জর্ডান কক্স। সিরিজে অভিষেক হতে পারে ২৯ বর্ষী পেসার কার্স ও ২৩ বর্ষী উইকেটকিপার ব্যাটার কক্সের। এছাড়া ওই দলে ফিরেছেন দুই স্পিনার রেহান আহমেদ ও জ্যাক লিচ।

চোটের কারণে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ সিরিজ খেলতে পারেননি ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। তাকে রেখে পাকিস্তান সিরিজে দল দেয়া হয়েছে। চোট কাটিয়ে ফিরছেন ওপেনার জ্যাক ক্রোলিও।তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজে তিন টেস্টেই ব্যর্থ ডেন লরেন্স দলে জায়াগা হারিয়েছেন।ওপেনিং ব্যাট করতে নামা এই ব্যাটসম্যানের ছয় ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছিল ৩৪।

পাকিস্তান সফরে ইংল্যান্ড দল

বেন স্টোকস (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বশির, হ্যারি ব্রুকস, ব্রাইডন কার্স, জর্ডান কক্স, জ্যাক ক্রোলি, বেন ডাকেট, জশ হুল, জ্যাক লিচ, ওলি পোপ, ম্যাথু পটস, জো রুট, জেসি স্মিথ, ওলি স্টোন, ক্রিস ওকস।

আর্জেন্টিনা দলে দুঃসংবাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার দিবাগত রাত নেস্টর লরেঞ্জোর কলম্বিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা। কোপা আমেরিকার ফাইনালে এই দলকেই হারিয়ে শিরোপা জয় করেছিল আর্জেন্টিনা।

তবে এই ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনা দলে আছে দুঃসংবাদ। আগে থেকেই শঙ্কায় থাকা দুই ফুটবলারকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে আর্জেন্টিনার কোচকে। দলের অন্তত দুইজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে মিস করতে পারেন স্কালোনি। শঙ্কার কেন্দ্রে ছিলেন দুই মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং নিকো গঞ্জালেস। তাদের মধ্যে ম্যাক অ্যালিস্টার কিছুটা সেরে উঠলেও নতুন করে অস্বস্তিতে ভুগছেন জিওভানি লো সেলসো। লিওনেল মেসি এবং আনহেল ডি মারিয়াকে ছাড়া খেলতে নেমে চিলির বিপক্ষে ৩-০ গোলের সহজ এক জয় তুলে নিয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে গোলও পেয়েছিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। এরপরেই অবশ্য পায়ের অ্যাডাক্টর পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় মাঠ ছেড়ে উঠে যান তিনি। একই ম্যাচে চিলির কড়া ট্যাকেলের কারণে গোড়ালির ইনজুরিতে পড়েন উইঙ্গার নিকোলাস গঞ্জালেস। কলম্বিয়া ম্যাচের আগে দু'জনেই শুরুতে দল থেকে আলাদা অনুশীলন করেছিলেন। ধারণা করা হয়েছিল দুজনকেই মিস করতে পারে দল। তবে পরবর্তীতে দলের শেষ অনুশীলন সেশনে দুজনেই ফিরে আসেন। কিন্তু সেই অনুশীলন থেকেই শুরু হয়েছে নতুন অস্বস্তি। আর্জেন্টিনার ফুটবলের বিশ্বস্ত সাংবাদিক গ্যাস্টন এদুলের এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্ট অনুযায়ী, শেষ অনুশীলনের পর নিকো গঞ্জালেসের পাশাপাশি জিওভানি লো সেলসোর মাঝেও ইনজুরি শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দু'জনেই অনুশীলন শেষ করেছেন অস্বস্তি নিয়ে। এদের মাঝে নিকো গঞ্জালেসের অবস্থা কিছুটা শোচনীয়। একাধিক আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমের ভাষ্য, নিকোর পক্ষে এই ম্যাচ খেলা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার শুরুর একাদশে চলে আসবেন আলেহান্দ্রো গার্নাচো। অন্যদিকে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার শুরুর একাদশে না থাকলে সেক্ষেত্রে বিকল্প ভাবা হয়েছিল জিওভান্নি লো সেলসোকে। তবে ম্যাক অ্যালিস্টার এবং লো সেলসো দুজনেই শঙ্কায় থাকলে লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে শুরু থেকে দেখা যাবে এই ম্যাচে।

'বিশ্বকাপ জিততে নেইমারকেই লাগবে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো ২০ মাসেরও বেশি সময় বাকি। চলছে বাছাই পর্ব, এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি দলগুলোও। এখনই আসন্ন বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। তাইতো দলটির তারকা ফরোয়ার্ড রদ্রিগো মনে করছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে তাদের নেইমারকে লাগবে।

জনপ্রিয় গণমাধ্যম ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন রদ্রিগো। রিয়াল মাদ্রিদের ২৩ বছর বয়সী এই উইঙ্গার ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোল করে জেতান ব্রাজিলকে। বাছাইপর্বে টানা তিন ম্যাচ হারের পর জয় পেয়েছে দরিভাল জুনিয়রের দল।

দীর্ঘ দিন ধরে চোটে ভুগছেন নেইমার। এখনও তার দলে ফেরা হয়নি। এমতাবস্থায় নেইমারকে নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, 'তিনি আমাদের তারকা। আমাদের সেরা খেলোয়াড়। তার অভাব কতটা অনুভূত হয়, সেটা সবাই জানে। বিশ্বকাপ জিততে চাইলে তার সাহায্য লাগবেই, আমাদেরও তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেইমারের সুস্থতা আমরা সবাই চাই, তিনি সেরে ওঠার শেষ ধাপে আছেন। আমরা তাকে যত দ্রুত সম্ভব (দলে) চাই।'

রদ্রিগো জানান, নেইমারের সঙ্গে তার নিয়মিতই যোগাযোগ হয় এবং ৩২ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে তিনি নিজের আদর্শ খেলোয়াড়ের চোখে দেখেন, 'আমরা সব সময় একে অপরকে বার্তা দিই। তিনি দলের অনুশীলনে ফিরবেন। তিনি অসাধারণ এক সতীর্থ। এমন একজন মানুষ, যার বিষয়ে কারও মুখে বাজে কথা শুনলে খারাপ লাগে। তিনি সব সময়ই আমাকে বার্তা পাঠান, সাহায্য করেন। আমি তাকে ভালোবাসি। এর পাশাপাশি তিনি খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবেও আমার আদর্শ।'

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR